BCL

BURNPUR CEMENT LIMITED
Corporate Office : "7/1 Anandilal Poddar Sarani (Russel Street)
5th floor, Flat No - 5B, Kanchana Building, Kolkata - 700071
Phone : 033 2265 3167
E-mail : info@burnpurcement.com, Web : www.burnpurcement.com
CIN No. : L27104WB1986PLC040831

16th August, 2020

To
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai- 400 051
Scrip Code: BURNPUR

To
Bombay Stock Exchange Limited
Floor 25, P.J. Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001
Scrip Code: 532931

Sub: Newspaper Advertisement of Financial Results

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30, 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable regulations, please find enclosed copy of the newspapers advertisement dated 15th August 2020 published in Business Standards (National Daily English) and 'Ekdin' (Kolkata edition in Bengali) relating to the Financial Results for the quarter ended June 2020.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For Burnpur Cement Limited

Burnpur Cement Limited

Tapas Tirtha
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: As Above

Regd. Office & Plant : Vill. Palasdiha Gram, Panchgachia Road, P.O.: Kanyapur, Asansol - 713 341, Dist. : Paschim Burdwan, W.B.
Phone : (0341) 2250859, Fax : (0341) 2250860, E-mail : ho@burnpurcement.com
Patratu Plant : Patratu Industrial Area, P.O.: Patratu, Ramgarh - 829119, Dist.: Jharkhand
Phone : (0655) 3287911, E-mail : patratu@burnpurcement.com

দলের নেতাকেই খুনের চেষ্টার অভিযোগ অপর নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই শাসক দলের শত্রুঘাটি বলে পরিচিত হাসনাবাদে, ফের প্রকাশ্যে আসল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এবার দলেরই এক নেতাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল, অপর নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, পুরনো তৃণমূল নেতা সৌরেন্দ্রনাথ পাল কে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁকে না-পেয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তার মিষ্টির দোকান ভাঙচুর চালানোর পর লুঠপাট করেছে। অভিযোগের তির বসিরহাট মহকুমার আরেক তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ কামাল গাজী ওরফে বাবু মাষ্টারের বিরুদ্ধে। যদিও তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করে, এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাসনাবাদ থানার ভেবিয়া গ্রামে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

ওই নেতার অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৩০ মিনিট নাগাদ ওই এলাকার পুরনো তাঁর মিষ্টির দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেতা ফিরোজ কামাল গাজীর নির্দেশে তার অনুগামীরা এই কাজ করেছে। দোকানের একাধিক কাঁচের টেবিল শোকেস ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এমনকী, তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য ভেঙে দেওয়া হয়েছে দোকানের মধ্যে লাগানো সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা ও মাদারবোর্ড। সৌরেন্দ্রবাবুর অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা নিয়ে তাঁর দোকানে আক্রমণ চালায়। ঘটনাস্থল থেকে দু'টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি আরও জানিয়েছেন, ঘটনার সময় বিশেষ কাজে তিনি মুরারিশা এলাকায় গিয়েছিলেন। সেই সময় তার দোকানে হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার সময় তিনি দোকানে থাকলে, তাঁকে খুন করা হত বলে ওই তৃণমূল নেতার দাবি। তাঁর আরও দাবি, দুষ্কৃতীরা তাঁকে খুনের উদ্দেশ্যে এসেছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকায়। তৃণমূল নেতা ফিরোজ কামাল গাজীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও তাকে দল থেকে বহিষ্কার করার দাবি তুলেছেন ওই তৃণমূল নেতা। তবে এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ফিরোজ কামাল গাজী। এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরেই শুরু হয়েছে জল্পনা। তাঁদের দাবি, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে তৃণমূলের পুরনো কর্মী ও নেতাদেরকে দলে যোগ্য সম্মান দেওয়ার কথা বলছেন, সেখানে বাবু মাষ্টার ও তার অনুগামীরা যেভাবে পুরনো কর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তা নজিরবিহীন। এই প্রসঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষ বলেন, 'আমি খবরটি শুনেছি। কেউ আইনের উর্দ্ধে নয়। আইন আইনের পথে চলবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।'

করোনার দেহ সৎকার নিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: করোনা আক্রান্ত মৃতদেহ সৎকার করা নিয়ে ফের উত্তেজনা ছড়াল হুগলিতে। বিডিও, পুলিশ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার পোলবার সোয়াখাল এলাকায়। জানা গিয়েছে, সোয়াখালের নির্জন এলাকায় করোনা আক্রান্ত মৃত দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করে প্রশাসন। রাতে মহানাদ ঘাটে করোনা আক্রান্তের দেহ দাহ করা হয়। খবর জানাজানি হতেই, ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে এলাকায়। শুক্রবার দুপুরে পোলবা-দাদপুর বিডিও, জয়েন্ট বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পোলবা থানার পুলিশ এলাকা পরিদর্শনে যান। সোয়াখালের আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম থেকে শয়ে শয়ে লোক হাজির হয় সেখানে। পুলিশ-সহ বিডিওকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। তাঁদের দাবি, এই ভাবে রাতের অন্ধকারে মৃতদেহ পড়ানো যাবে না। নির্দিষ্ট জায়গা নির্বাচন করে মৃতদেহ সৎকার করতে হবে। যাতে, এলাকার মানুষের কোনও অসুবিধা না-হয়। তাঁদের দাবি, সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে মৃত দেহ সৎকার করা প্রয়োজন। তবে ওই ব্লকের বিডিও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। কোভিড দেহ সৎকার নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি থেকে গুজব ছড়াচ্ছে। তা থেকেই বাধা বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে প্রশাসনকে।